রেণুমন্ত্র

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ -গীতা।

শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়
প্রণীত।

প্রকাশক—
পাইকপাড়া নিবাসী
শ্রীনলিনীকান্ত দত্ত বি, এ,
ও
দৌলতপুর নিবাসী
শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এস, সি।

[All rights Reserved.]

পরম আরাধ্যা শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃদেবী

ও

শ্বশ্রু মাতৃ-দেবীর চরণ-কমলে

এই গ্রন্থ

গ্রন্থকারের ঐকান্তিকভক্তি সহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

মা! আপনারা আমার এই "রেণুময়"কে কেহই চেনেন না! "রেণু" আমার জনৈক অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদের একমাত্র পুত্র। রেণুর শোক-গাথা শেষ হইতে না হইতেই "সরসী" আমার হৃদয়রাজ্য অন্ধকার করিয়া এ নশ্বর জগৎ হইতে চিরপ্রস্থান করিয়াছে। এ শোকবেগ আমাকে যেমন মর্ম্মাহত করিয়াছে, আপনাদের পক্ষে ইহা আরও অধিকতর মর্ম্মভেদী হইয়াছে। এ নশ্বর জগতে থাকিয়া এই দুই শোক আর ভুলিবার নহে। তবুও যদি কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, সেই আশায় রেণুময়কে আপনাদের চরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।

দীন শ্রীঅখিল।

ভূমিকা।
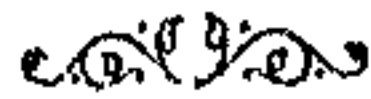
গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইবার আশায় "রেণুময়" লিখি নাই। ঘটনা-স্রোতে হৃদয়তন্ত্রীর একটী তার প্রতিহত হইয়া সহসা বাজিয়া উঠিয়াছিল; তাই সমস্ত হৃদয়খানি তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। "রেণুময়" তাহারই ফল।

আঘাত প্রাপ্ত হইলে অনুভূতি বিশিষ্ট জীব মাত্রেরই অন্তরে ব্যথা লাগে; এবং ভাষা ও ভাবে তাহা পরিব্যক্ত হইয়া স্বতঃই বহির্জগতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িতে চায়।

নৈরাশ্যের প্রবল পীড়নে যখন বিদগ্ধ হইতে হয়, তখন অন্তর্জগৎ ভাবোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া, ভাব-রাজ্যটীকে বাহিরের দিকে টানিয়া আনিয়া ফেলে।

কেহ সুষমাময়ী ভাষায় কল্পনালোকে প্রভাম্বিত করত সেইগুলিকে সাধারণের উপভোগের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন;—আবার কাহারও বা সেই উদীয়মান ভাব সমূহ সংস্কার ও সংযোজনা-ভাবে হৃদয়মধ্যে উঠিয়া হৃদয় মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়; জগতের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, অথবা সেই ভাবগুলি অবচয়ন পূর্ব্বক, কল্পনা-চন্দনে সুচর্চ্চিত করিয়া ভাবরাজ্যকে উপহার দিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। সংস্কার ও সংযোজনে তন্ময়তা আসিলেই ভাবের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং বিকাশলাভ করে।

মায়াময়ের সংসারে বাস করিয়া মায়াময়ের অনন্ত মায়ায় গৃহী মাত্রকেই একভাবে না একভাবে বিজড়িত থাকিতেই হয়। আর সেই বিজড়িত ভাবের কোন অংশ বিন্দুমাত্রও সঞ্চালিত হইলে একটা তোলপাড় সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি এমন স্বভাব-সুন্দর বস্তু আছে, যাহাদিগকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় এবং পরোক্ষেও তাহাদের উপর প্রাণের কেমনই যেন একটা অব্যক্ত টান আসিয়া পড়ে। "রেণুময়"ও সেইরূপ একটা স্বভাব-সুন্দর ভালবাসার বস্তু ছিল। দাসত্ব কার্য্য ব্যপদেশে এই সুদূর হিমাচলের পাদদেশে "তরাই" অঞ্চলে মহেন্দ্রের সহিত আমার পরিচয় হয়।

কিন্তু জানিনা কেন? কিছুদিনের মধ্যে আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাবে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তাই সময়ে সময়ে অবকাশ পাইলে আমি মহেন্দ্রের "ঝাবরা"স্থিত বাসা-ভবনে যাইতাম এবং সেই সময় সেই চির মধুর ও চির নূতন "রেণুকে" দেখিতাম। তাহার অমানুষী কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমার তখনই মনে হইত যে এ—বিধাতার একটা শরীরী মহিমা—'রেণু' মর্ত্তের নয়, মর্ত্তে থাকিবে না। মাতাপিতার মনে ব্যথা লাগিবে, তাই মনের সেই ভাব মনোমধ্যে উঠিয়া মনোমধ্যেই আন্দোলিত হইত। তবু উচ্ছ্বাসের ভরে সময়ে সময়ে মহেন্দ্রকে বলিয়াছি, ভাই! "রেণুর" মত ছেলে কি তোমার কপালে টিকিবে? তারপর একদিন সন্ধ্যাকালে শুনিলাম রেণুর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে। তখনই মহেন্দ্রের ওখানে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ চাহিতে ল গিল;—কার্য্যতঃও তাহাই করিলাম। আমার অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ কৃষ্ণনগর সন্নিহিত ভাতজাংলা নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত উদয় চন্দ্র রায়কে সঙ্গে লইয়া রাত্রি ৮টার সময় অন্ধকারে যাইয়া "রেণুকে" গিয়া দেখিয়া আসিলাম। উদয় পথে আসিতে আসিতে যেমন বলিল, পরদিন ঠিক তেমনই

ঘটিল। উদয়ের তৎকালীন মহত্ত্ব-পরিব্যঞ্জক ভাবে ও ব্যবহারে, এবং প্রত্যেক সহানুভূতিক কার্য্যকলাপে, সে চিরদিনের মত আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে বিজড়িত করিয়া কিনিয়া ফেলিয়াছে। প্রবাস বক্ষে,—মর্ম্মবেদনার অনন্ত বারিধিমাঝে সকলকে ভাসাইয়া—"রেণু" চিরদিনের মত চলিয়া গেল। সে অসহ্য যন্ত্রণার শোকধ্বনি আমার ত্রিবিহানাস্থ বাসা-ভবনে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

সে যে কি একটা দিন চলিয়া গিয়াছে, সে কথা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়। তারপর বাস্তব জগতে যাহা কিছু মর্ম্মন্তুদ! যাহা কিছু হৃদয় বিদারক! একে একে সে সমস্তগুলি শোক আমার মর্ম্ম বিদগ্ধ করিয়াছে।

প্রিয় মহেন্দ্র! সে আজ অনেকদিনের কথা—যখন আমি তোমার "রেণুর" শোকগাথা গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতাম, কল্পনার সাহায্যে নানা কথার বিচারে বিভোর থাকিতাম। কিন্তু ভাই সেই দিন অতীত হইতে না হইতেই এমনই একটা স্মরণীয় দিন আসিয়া পড়িল যে সে দিনের কথা চিরদিনই এ দীনের হৃদয়মধ্যে সমান ভাবে আঁকা থাকিবে। আমার জীবন-মঞ্চে সে একটা মস্ত অভিনয়। মনে হয়—১৩১৭ সালের ২৬শে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীর নিশীথে সে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল, আর ১৩২৪ সালের ১০ই কার্ত্তিক সোমবার প্রভাতে ৫টার সময়ে, সে অভিনয়ের যবনিকা পতন হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র! গিয়াছে বটে ফুরাইয়াও গিয়াছে—কিন্তু ভাই!—

নানান দেশের গন্ধভরা ফুলের কলম যত্ন করে,
এনে আমি লাগিয়ে দিছিলাম সব হৃদিখানি ভরে।
মানস-কুঞ্জ লতার-কুঞ্জ গড়েছিলাম মনের মত,
স্থানে স্থানে মর্ম্মর বেদী স্থেপেছিলাম আরও কত।

যেখানে যাহা দেখেছি ভাল এনেছি তাহা সেখান থেকে,
ফুলের বাগান সাজাব বলে বেড়িয়েছি আমি ঘুরে ছেঁকে।
যেখানে যাহা দেখেছি ভাল, এনেছি, তাহা যতন করে,
রঙ্গিন সজ্জায় সাজায়ে সে সব বসায়েছি হৃদি মঞ্চোপরে।
স্বভাব শোভায় যেখানে যাহা দেখেছি আমি যখন তখন,
মনের মাঝে লাগলে ভাল সাজায়েছি সব করে পণ।
যে অভিনয় যেখানে খ্যাত, সেখান থেকে এনেছি তাই,
মর্ত্তের মাঝে বসে বসে তাইতে যদি শান্তি পাই।
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নেমে যেমন করতে গেছি অভিনয়,
অমনি সব জ্বলে গেল উঠলো আগুন হৃদয় ময়।
বলতে দেবী সইল না মোটে পড়ে গেল যবনিকা,
এত দিনেতে শিখলাম ভাল সংসার মায়ার মরীচিকা,
মনের মাঝে আঘাত লেগে হয়ে গেছে মস্ত খাত,
ছট ফটিয়ে জ্বালায় মরি কিবা দিবা কিবা রাত।
এক নিমেষে উলটে গেল আমার সকল আয়োজন,
"সরসী" আমার হৃদয ছেড়ে করলো কোথায় পলায়ন।
খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে পেলেম না তার কোন সাড়া,
তাইতে আমার মানস-বিপিন হয়েছে এমনি লক্ষ্মী ছাড়া।
কাঁদতে মোরে সময় দিলনা বলতে নাহি দিল কথা,
ফাঁক পেয়ে সে পালিয়ে গেল খুসী তার হল যথা।
আর কেন আমি খুঁজি তারে যবনিকা গেছে পড়ে,
এ অভিনয়ে স্মৃতিই শেষ মনের মাঝে রাখি গড়ে।
যদি হেথা জগৎ মাঝে হ'ত কেহ আপন জন,
তা'হলে কেন "সরসী" মোরে ছেড়ে করবে পলায়ন।

তার মত তো কেউ মনটী ঢেলে, বাসেনা ভাল হেথায় মোরে,
তার মত তো কেউ করেনা যত্ন, দিবা নিশি সাঁজ ভোরে।
তার মত তো মিষ্টি কথা শুনিনে আমি মর্ত্তের মাঝে,
তার মত তো প্রাণের টান দেখিনে আমি কারোর কাজে।
সেই যখন পালিয়ে গেল আমার হৃদয়-রাজ্য ছেড়ে,
তখন বল কিসের মায়ায়, রাখ্‌বে আর তেমন বেড়ে।
কেউ কারোর নয় সংসার-মাঝে ;—কাটাব দিন তারেই জপে
এ অভিনয়ে 'স্মৃতিই' সুখ দিব হৃদি 'তারেই' সঁপে।

সে যে কি মাধুর্য্যময়ী স্মৃতি, তাহা আর—পাশরিতে পারিনা ;—অবজ্ঞায় তার ক্ষোভ ছিল না—বিচ্ছেদে তার কাতরতা ছিল না—বিবর্ত্তনে সে ধ্রুবতারার মত স্থির ছিল। মহেন্দ্র! মন্দ্রেহ!! ভাই!!!—আমি সেই "সরসী-কোহিনুর"কে হারাইয়াছি। তোমাকে প্রবোধ দিবার বাসনায় "বেণুময়" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম কিন্তু সে প্রবোধের অভ্যন্তরে যে মর্ম্ম-বিদগ্ধ হৃদয়ের অভিব্যক্তি সময়ে সময়ে ফুটিয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

তবুও যদি কথঞ্চিৎ শান্তি পাও, তাহা হইলে নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। যে উত্তমে "রেণুময়"কে গড়িতে বাসনা করিয়াছিলাম, প্রতিহত হইয়া তেমন করিয়া রেণুময়কে গড়িতে পারি নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমার এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিবার জন্য আমার পরম পূজনীয় ঐকান্তিক ভক্তি-ভাজন, অশেষ গুণের আধার—বহুভাষা ও বহুশাস্ত্র বিশারদ সুপণ্ডিত—যিনি গৃহী হইয়াও যোগী—সেই মহাত্মা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট যে পরিমাণ সাহায্যলাভ করিয়াছি ভাষায় তাহার পর্য্যাপ্ত আভাষ দেওয়া অসম্ভব ;—তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

তিরিহানা।

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

আবাহন।

আয়, আয় বাপধন, আয় তুই কোলে আয়;
স্বর্গের সুষমা তুই, নন্দনে মলয় বায়।
আয় আয় প্রাণধন, আয় তুই কোলে আয়,
প্রস্ফুট কুসুম তুই, ডাকে তোরে বাপ মায়।
বিরহীর তপ্ত শ্বাসে, মিলনের অমিয়তা,
দারিদ্রের উপকণ্ঠে, সম্পদের মধুরতা।
রাজার ঐশ্বর্য্য তুই, সম্ভোগের পবিত্রতা;
রোগীর ঔষধ আর, কুসুমের কোমলতা।
আয় আয় বাপধন, আয় তুই কোলে আয়;
বুভুক্ষু জনের খাদ্য, নিত্য তৃপ্ত রসনায়।
উত্তপ্ত মরুর মাঝে, তুই ছায়া সুশীতল;
উত্তম সুপেয়-পূর্ণ, তৃষ্ণার্ত্ত জনের জল।
আকাশে মেঘের কোলে, স্থির সৌদামিনী মত;
বাস্তব জগতে ছিল, তোর শোভা সেই মত।
পূর্ণিমা নিশীথ মাঝে, তুই পূর্ণ কলাধর;
যোগীন্দ্র মানস-মণি, পূত তোর কলেবর।
একটা সুখের রেখা, আনন্দলহরী মত;
সদাই ভাসিত ছিল, অঙ্গে তোর অবিরত।

উদার নির্ঘোষপূত, সুশ্রী আকাশ মত ;
প্রশান্ত সুন্দর স্থির, তোর শোভা ছিল কত।
আয় আয় বাপধন, আয় তুই কোলে আয় ;
প্রস্ফুট কুসুম তুই, ডাকে তোরে বাপ মায়।
স্মৃতির সোহাগ তুই, কেমনে ভুলিব তোরে ;
তোর স্মৃতি জাগে মনে, দিবানিশি সাঁঝ ভোরে।
যদি তোরে পাই পুনঃ, ক্রোড়েতে ধরিতে মোর ;
বুকপুরে রাখি বাবা, কাটিয়া সংসার ডোর।
কেমনে ভুলিলি বল, এত স্নেহ ভালবাসা ;
কেমনে ডুবালি বল, বাপ মার শত আশা।
তুইতো সান্ত্বনা ছিলি, সংসার-মযুখ তাপে ;
এত কষ্ট, মনস্তাপ, দিলি বল কোন্ পাপে।
মুহূর্ত্ত/না দেখে তোর, সুচিত্রিত সেই মুখ ;
সন্তান-বৎসলা মাতা, ভুলে যেত সব সুখ।
সুহৃদ-রঞ্জন ছবি, নিজ হাতে বিধি এঁকে ;
দিয়েছিল উপহার, স্বর্গীয় নন্দন থেকে।
সুপবিত্র প্রেম ফল, অতীব স্বরূপ ধরে ;
ভ্রমিতি সুমুখে নিতি, অসীম আনন্দ ভরে।
ছিলনা দুঃখের লেশ, ছিলনা কালিমা কিছু ;
সদাই সস্মিত মুখে, দেখিতাম পিছু পিছু।
নিতি নিতি নব নব, রসের লহর তুলে ;
ছিলি বড় মধুময়, সংসারের উপকুলে।
আধ আধ কথা যবে, শুনিতাম মুখে তোর ;
রসিয়া মধুর রসে, হইতাম সবে ভোর।

সহস্র কাব্যের মাঝে উদ্দাম কল্পনাবলে ;
মধুর প্রবাহ বুঝি সেইভাবে নাহি চলে।
ধরে না সেরূপ শক্তি বুঝি বা ভাষার গতি,
যাহাতে রসাতে পারে তেমন করিয়া অতি।
আয় আয় বাপধন আয় তুই কোলে আয়,
প্রস্ফুট কুসুম তুই ডাকে তোরে বাপ মায়।
জননীর স্তনে তোর ঝরিছে সহস্র ধারা,
দেখ এসে পাগলিনী হয়েছে আপন হারা।
ছিলি তুই বুক জুড়ে, তুই বুক ভরা ধন ;
কেমনে রহিবে বল, ছেড়ে তোরে এইক্ষণ।
স্নেহময়ী মাতা বৎস! বাটীতে তেমনি ক'রে ;
ঝিনুকে ভরিয়া দুধ, অপেক্ষিছে তোর তরে।
আয় আয় বাপধন, শীঘ্র তুই চলে আয়,
দুধ যে হইবে নষ্ট, যদি বেলা ব'য়ে যায়।
তেমনি মনোজ্ঞ ভাবে, পোষাক রেখেছে ধুয়ে ;—
শীঘ্র এসে পর বাবা, কোথা আছ মারে থুয়ে।
তোর যে খেলনাগুলি, ধরিতিস্ কোলে তুলি,
দেখ এসে গায়ে তার লাগেনি একটী(ও) ধূলি।
ধুইয়া মুছিয়া তাহা, অতীব সুন্দর করে ;
রেখেছে জননী তোর খেলনার বাক্স ভরে।
অতি ছিন্ন বস্ত্রখানি, অতি ছিন্ন জুতা জোড়া,
রেখেছে যত্নেতে তুলে, কপাল এমনি পোড়া।
দেখসে আসিয়া বৎস, কেমনে রেখেছে সব ;
স্মৃতির সোহাগ ভরে, সাজায়েছে অভিনব।

হয়ত জনম হ'তে, শত জন্ম জন্মান্তর ,
বহিবে তোঁহার স্মৃতি, এইরূপ নিরন্তর ।
অথবা সময় স্পর্শে, মোরা সবে যাব ভুলে ,—
স্থাপিয়া রাখিব কিম্বা, মানস-বেদিকা মূলে ।
জন্মদাতা পিতা আর গরভধারিণী তোর ;
কেমনে রোধিবে বল, বুক ফাটা আঁখিলোর ।
তা'রা তো ভুলিতে তোরে কোন পথ নাহি পাবে ;
উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে শুধু, নিয়তই দগ্ধ হবে ।
যখনি পড়িবে মনে, তোর সেই ফুল্ল হাসি,
তখনি দহিবে বক্ষ, জাগায়ে সন্তাপ রাশি ।
সে অগ্নি নিভাতে বুঝি নাহি পাবে কোন জন ,
পার্থিব-জগৎ মাঝে জলে তাহা অনুক্ষণ ।
অতিশয় শক্তিমান, মর্ম্মন্তুদ অতিশয় ;—
ভাবিলেও সেই কথা মনোমাঝে জাগে ভয় ।
আয় আয় বাপধন, আয় তুই কোলে আয় ,
প্রস্ফুট কুসুম তুই নন্দনে মলয়-বায় ।
আসিয়া সারিয়া দাও, সমস্ত যাতনা দুঃখ ;
হাসাও আবার পুনঃ, সন্তাপিনী-মাতৃ-মুখ ।
দিয়েছ অনেক কষ্ট, পরীক্ষা হয়েছে শেষ ,
স্নেহের পুতলী তুই, জীবনের একদেশ ।
কল্লোনা তা'দিগে ভ্রষ্ট লক্ষ্য-পথ হ'তে নিয়ে ,
রাখিবে হৃদয়ে তোমা সকল হৃদয় দিয়ে ।
ভাবনার অতি উচ্চ লহরী সংঘাতে মাতি,
ছিল গো প্রমত্ত তারা কিবা দিবা কিবা রাতি ।

উঠিলে তোমার স্মৃতি হয়ে যায় সব লয়
যদিও জানে গো তারা চিরস্থায়ী কিছু নয়।
তবুও শোকের-স্রোত উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
বিকম্পিত করে অতি সদা মম হৃদিমূলে।
নহে তো একটী দিন ছিলে তুমি সহচর,
একে একে শত কথা, উঠে হৃদে নিরন্তর।
তাইতে মরম ভেদি ঝরিতেছে অশ্রুজল,
হারা'য়ে সকল শক্তি, ডুবে গেছে আশাস্থল।
নয়নের মণি তুমি, জীবনে জীবনী-শক্তি,
বালক-গোপাল তুমি, সাধনায় উচ্চ ভক্তি।
এমন মধুর ধন, কেমনে ছাড়িয়া তোমা,
কাটাবে তা'দের দিন, ভুলে সেই মধুরিমা।
আয় আয় বাপধন, আয় তুই কোলে আয়,
একান্ত কাতর প্রাণে, ডাকে তোরে বাপ মায়।
আবাহন করি বৎস, এস তুমি পুনরায়,
আসিয়া হাসাও পুনঃ দীন-হীন বাপমায়।
হাসাও আত্মীয় আর সুহৃৎ স্বজনগণে;
সকলে(ই) কাতর বড়, বেদনা পেয়েছে মনে।
আসিয়া আবার তুমি, উজলি সংসার-স্থল,
করে দাও সব দুঃখ, নিজ শক্তিবলে তল।
দূর করে দাও তুমি মর্ম্মান্ত ভাবনাকুল,
বিশুষ্ক-মালঞ্চমাঝে ফুটাও নবীন ফুল।
পাইলে তোমারে মোরা অতীতেরে ভুলে যাব,
সকলে মিলিত-কণ্ঠে, দয়াময়-গুণ গাব।

এস এস প্রাণ-ধন, প্রসারি রেখেছি কোল ;
আসিয়া জুড়িয়া বস, নাহি করি গণ্ড-গোল।
প্রভাতে রবির করে, সমগ্র জগৎ যথা ,—
নিমিষে হাসিয়া উঠে, ভুলিয়া নিশির কথা।
সেইরূপ এসে তুমি উজ্জ্বল করহ সব ,—
দেখাও নবীন শক্তি করি মোরা অনুভব।
আমরা বড়ই দীন, অতিশয় হীন বল ,
বিধাতার রাজ্য মাঝে, কাঁদিতেছি অবিরল।
এস বৎস এস তুমি, করি তোমা আবাহন ,—
দুর্ব্বলে দাও গো বল, শক্তিধর প্রাণধন।
মানস-বেদিকা মোরা, কনকে বেখেছি গড়ে ,
এস বৎস।সেই স্থানে বস তুমি পুনঃ চড়ে।
তাহ'লে সকল দুঃখ মোরা সবে ভুলে গিয়ে,
উন্মাদ-বিহ্বল হ'ব কৃতজ্ঞতা-রস পিয়ে।
এস এস বাপধন, এস তুমি কোলে এস ,
আবার মধুর ভাবে পুনঃ সেই হাসি হাস।
আবার মাধুরী-পূতা সেই সব কথা বল,
আবার নাচিয়া তুমি সেই ভাবে পুনঃ চল ,
আবার বাহিরে এসে অভ্যাগত জনগণে ,
অভ্যর্থনা কর পুনঃ সেইরূপ সম্ভাষণে।
আবার সেরূপে কহ নেপালী "সদেশী" কথা ,*
শুনিয়া জুড়াক কর্ণ, সেইরূপ মধুরতা।

---

* নাগপুরী কথা

এস এস বাপধন, এস তুমি কোলে এস ,
জুড়িয়া বসিয়া কোল সেইরূপে পুনঃ হাস ।
আবার পুতুল গুলি, চুম্বিয়া কোলেতে ধর ,
আবার সন্তান সম, তাদিগে আদর কর ।
আবার সহাস্য মুখে, মা বাপের কোলে বসে ,
ডুবাও তাদিগে পুনঃ সংসারে মধুর-রসে ।
আবার সেরূপে বস, পুস্তক লইয়া করে ,
দেখে মুগ্ধ হ'ব মোরা, অসীম আনন্দ ভরে ।
আবার তুলিয়া উচ্চে, তব সেই কণ্ঠ স্বর ,
ডুবাও মোদিগে সুখে মর্ত্তমাঝে নিরন্তর ।
এস এস এস বাবা, যেওনা চলিয়া ছেড়ে ,
এমন কঠিন ক'রে মায়া জালে রেখে বেড়ে ।
আবাহন করি বৎস, এস তুমি পুনরায় ;
আসিয়া হাসাও তব, দীন হীন বাপ মায় ।

জন্ম ।

ত্রিবেণী যেথায় মধুর সঙ্গমে
মিলেছে ভৈরব নদ,
উপরে যাহার খুলনা নগরী
আর (ও) কত জনপদ ।
বায়ুকোণে যার নন্দন বিলাসে
শোভিছে নন্দনপুর,

বিহগকুজিত কুসুম-বাসিত
মলয় বায়ুতে পুর।
প্রকৃতি বিলাসে বিভোর উন্মাদ
সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত গ্রাম,
গুবাক খর্জ্জুর নারিকেল তাল
সুন্দর শোভায় শ্যাম।
অশ্বত্থ তমাল বদরী কদলী
অতি নয়নাভিরাম,
শ্যাম কলেবর সুশ্যাম শোভায়
যেন অতীব সুঠাম।
মাঠে মাঠে যথা মধুর শোভায
ফসল থাকে গো ভরা,
পথে পথে আর (ও) ছায়া সুশীতল
সুস্নিগ্ধ করে গো ধরা।
পালে পালে পালে গোধন যথায়
চরিয়া চরিয়া ঘোরে।
গোধুলি সময়ে গৃহে ছুটে যায়
বাহিরয় পুনঃ ভোরে।
তড়াগ পুকুরে সরসীর নীরে
মধুর ক্ষীরের স্বাদ,
সহ অনুভূতি হৃদি মাঝে প্রীতি,
নাহি কোন বিসম্বাদ।
আপনি আসিয়া ভারে ভারে ভারে
স্বভাবে যোগায় সব,

কিছুর(ই) অভাব নাহি যেন তথা
পূর্ণ শান্তি অভিনব।
বিলাস বাসনা নাহিক প্রবল
নাহিক আলস্য জাল,
নাহিক অস্থির পর হিংসা দ্বেষ
বিভৎস ভাবনা তাল।
সমসূত্রে গাঁথা সকল হৃদয়
সম্বন্ধ সবার সনে,
রহিছে আবদ্ধ সমাজে নিবদ্ধ
নীতি সব সুশাসনে।
যথাকার নারী আর্য্যভাবে গড়া
জানেনা পাশ্চাত্য-শিক্ষা,
মাতা পিতা কাছে সংসার শিক্ষায়
লয়েছে গৃহীর দীক্ষা।
সংসার তোষিণী পতি-পরায়ণা
ভক্তিমতী গুরুজনে,
গৃহস্থালী সুখ গৃহস্থালী দুঃখ
ভাবে যারা প্রতিক্ষণে।
পতির সংসারে উন্নতি কামনা
নিয়ত সাধনা যা'র,
সে শিক্ষা প্রবুদ্ধ প্রভান্বিত মন
যেই পল্লী-দুহিতার।
প্রতি হৃদিমাঝে মধুর প্রভাবে
শান্তি মন্দাকিনী বয়,

এক সূত্র দিয়া করুণা পরশে
গ্রথিয়াছে দয়াময়।
প্রাণস্পর্শী সেই কমনীয় ভাব
দেখিলে জুড়ায় মন,
তাপিতের দুঃখ দূরে স'রে যায়
হিল্লোলিয়া অনুক্ষণ,
সেই সে মধুর পল্লীর উরসে
শুনি আজি মহোৎসব,
আকাঙ্ক্ষা-পূরিত উদ্বেল হৃদয়ে
হুলুস্থূলু অভিনব।
শুনি কোলাহল নিকটে যাইয়া
রহস্য জানিয়া দেখি,
মহেন্দ্র মোদের লভি পিতৃপদ
সংসারে পড়িল ঠেকি।
নব কুমারের নবীন আভায়
উজ্জ্বল সুতিকাঘর,
উজ্জ্বলে মধুরে আর(ও) সমুজ্জ্বল
আত্মীয় স্বজন পর।
নবীন প্রমোদে নবীন উল্লাসে
পড়ে গেল হুলুধ্বনি,
ঝাকে ঝাকে ঝাকে তরঙ্গ তুলিয়া
ঝঙ্কারিল সব ধ্বনি।
একটা মধুর আনন্দ ঝঙ্কার
ব্যাপিত করিল গ্রাম,

একটা মধুর সজীব স্বভাব
বহিছেক অবিশ্রাম।
নির্ম্মল আকাশে খেলে বিহঙ্গম
শরতের চাঁদ হাসে,
উন্মুক্ত বাতাসে জড়িমা বিনাশে
কত সুখ মনে আসে।
সঙ্গত-সঙ্গীত গায়কের কণ্ঠে
লহরে লহরে ভাসে,
সুখময় দিনে শত সহচর
ঘুরে সদা আশে পাশে।
একটা সুখের পবিত্র পরশে
শতেক আসিয়া জুটে,
একটা মধুর চিত্তহারা ভাবে
শত শোভা উঠে ফুটে।
একটা ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি নিয়ে
দুইবার বাজে কাণে,
একটা চাঁদের পবিত্র কিরণে
মুগ্ধ ধরা সুধাপানে।
সেইরূপ হেথা কুমারেরে দেখি
শত মুখে এল হাসি,
শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিরমল অতি
অঙ্গে অঙ্গে উঠে ভাসি।
সে যে কি একটা অনুপম সুখ
কেমনে প্রকাশি বলি,

শতে শতে শত প্রস্ফুট কুসুম
সে শোভায় পড়ে ঢলি।
তার মধুরতা তাতেই বিকাশ
প্রাণের ঝঙ্কারে গাথা,
সেই সে মধুর কমনীয় ভাব
কল্পিয়াছে নিজে ধাতা।
উপমা প্রয়োগে বুঝা যায় ভাষা
তেমন মধুর নয়,
যাহাতে প্রকটি সেই সে মাধুরী
মজাবে জগত-ময়।
প্রাণে প্রাণে মাখা প্রাণে প্রাণে গাথা
জড়িত প্রাণের মাঝে,
অস্থিতে অস্থিতে মজ্জাতে মজ্জাতে
ঘোরে সে মোহন সাজে।
ঝলকে ঝলকে পলকে পলকে
নাচায় নিয়ত সুখে,
স্ববগের সুধা স্বর্গ পরিমল
যুগপৎ সেই মুখে।
হৃদয়ে হৃদয়ে বার্ত্তা বিনিময়ে
বহিল আনন্দ ধারা,
লোক মুখে মুখে আর(ও) ডাকযোগে
হ'ল সবে মাতোয়ারা।
আর(ও) এল চ'লে হিমাচল মূলে
মহেন্দ্র সকাশে ছুটে,

প্রবাস-ভবনে মুগধ পরাণে
আনন্দ উঠিল ফুটে।
প্রথম জীবনে প্রথম নন্দন
প্রথম প্রেমের ফল,
প্রথম ফুটন্ত সুচারু কুসুম
স্নিগ্ধ বায়ে ঢল ঢল।
জীবন বিপিনে এমন মধুর
প্রথম প্রণয় ফল,
প্রথম সৌন্দর্য্যে প্রথম অঙ্কুরে
মনমত্ত পুষ্পদল।
প্রথম বিকাশে প্রথম মাধুরী
এমনি মজায় মন,
তাতে আর(ও) হেন বিলাস বাঞ্ছিত
বাঞ্ছা অনুরূপ ধন।
একে(ই) তো নূতনে নব তনু আভা
দেখায় প্রথম রেখা,
তাহাতে নূতন আনন্দ উল্লাসে
কত সুখ দেয় দেখা।
প্রথম দর্শনে মাতৃস্বসা তার
খুঁজিল প্রথমে নাম,
তিল তিল করি প্রথমে দেখিল
মিটিল না মনস্কাম।
রেণু রেণু করি বিচারিয়া মনে
"রেণুময়" রাখে নাম,

রেণু রেণু করি বিধির সৌকর্য্যে
কুমার উজলে ধাম।
"গোপাল"-আলয়ে জন্মিল গোপাল
অপার আনন্দ ঢেলে,
আভা অনুপম শোভা অনুপম
দিব্যজ্যোতিঃ দেহে খেলে।
দিনে দিনে দিনে শশিকলা সম
বাড়িতে লাগিল দেহ অনুপম
বাধা বিঘ্ন শত, করি অতিক্রম
নধর লালিত্য লাবণ্যময়।
যেন ফুলরাশি পবিত্র পরশে
তুলিয়া আপন মধুর উরসে
লাগিলা ঢালিতে আনন্দের বশে
সুষমা পূরিত সুনীতি বয়।
যেন কোন শক্তি অলক্ষ্যে আসিয়া
দেহের উপরে বেড়াত ভাসিয়া
দিব্য জ্যোতিঃ-রেখা অপূর্ব্ব হাসিয়া
অপূর্ব্ব বিকাশে মজাত মন।
ঈষৎ চঞ্চল সস্মিত বদন
যেইজন তথা করিত দর্শন
জুড়াত তাহার পার্থিব নয়ন
নিসর্গ সৌন্দর্য্যে স্বর্গীয় ধন।
শাশ্বত সুন্দর—লোকোত্তর কায়
কোলেতে ধরিতে সকলেই চায়

কত যে মাধুরী সেই সুষমায়
বর্ণনা করিয়ে বুঝান দায়।
দিনে দিনে দিনে শতেক মাধুরী
মানস-মালঞ্চে উঠিত বিচ্ছুরী
সুখের তরঙ্গ উচ্ছ্বাসেতে ঘুরি
যেন গো ভাসিয়া বেড়াত তায়।
ধীরে ধীরে ধীরে অঙ্গ সঞ্চালনে
নীরব ভাষার ভাব সম্ভাষণে—
কত যে উছলি উঠিত সে মনে
কোথায় তাহার উপমা পাই ?
শাদ্বল শোভায় মলয় অনিলে
পুষ্প পরিমলে সাগর সলিলে
নির্ঝরিণী হোথা বহিয়া চলিলে
তুলনা তথায় খুঁজিতে যাই।
নিলীম নিবিড় নীরদ মালায়
সুশ্যাম মধুর বিটপী ছায়ায়
পূর্ণ সুধাংশুর পূত জ্যোৎস্নায়
কোথা(ও) তেমন দেখিনা আর।
ভাল লাগে বটে—এই সমুদায়
প্রাণের আবেগে হৃদি সপি তায়
মত্ত রহি সদা সেই মদিরায়
"রেণুর" তুলনে সকলি ছার।
কেমনি একটা মধুরতা দিয়ে
অব্যক্ত সৌন্দর্য্য যেন উপচিয়ে

নিজ মনোগত গঠন করিয়ে
দিয়েছিল বিধি পাঠায়ে তারে।
কেমনি একটা প্রাণভরা ভাব
সদাই তাহার হ'তে আবির্ভাব
দেখে দূরে যেত সকল অভাব
স্বর্গ পারিজাত বুঝাব কারে।
কত ব্যাকুলতা কত যে ধীরতা
কত যে ঐশ্বর্য্য কত নিপুণতা
কত যে আবেগ কত নবীনতা—
তাহার অঙ্গে ছিল গো ঢালা—
কবি কল্পনার কোমল ঝঙ্কার
বিপঞ্চী-বিলাসে বিনোদন ধার
তেমন আনন্দ করেনা সঞ্চার
শত ফুল যোগে গঠিত মালা।
ধীরে ধীরে আর(ও) ক্রমিক বিকাশে
ফুটিলেক বাক্য সুমধুর হাসে—
সন্তাপীর দুঃখ তাহাতে বিনাশে
স্মৃতি সহযোগে রহিছে গাথা।
বা—বা—মা—মা—কা—কা—কহিত যখন
অস্পষ্ট অস্পষ্ট ছিলগো তখন
ছিল যেন আহা মধু-প্রস্রবণ
গড়েছে তেমন আর কি ধাতা?
তার পরে আর(ও) ধীরে ধীরে ধীরে
অভিমানবশে ঘুরে ঘুরে ফিরে—

কাঁদিত অস্ফুটে ভাসি অশ্রুনীরে
বহ্নিময় তাহা খেলিছে মনে।
আরও তার পরে পদসঞ্চালনে
পিতৃহাত ধরি ঘুরিত যখনে
শতেক মাধুরী ফুটিত তখনে
জাগিছে তাহাও স্মৃতির সনে।
বুক ফেটে যায় কেঁদে উঠে মন
সান্ত্বনা পাই না জমি অনুক্ষণ
যদিও অস্থায়ী জানি সেই ধন
আঘাত যন্ত্রণা তবুও লাগে।
সদাই চঞ্চল সদাই তৎপর—
সবাক্ সস্মিত ছিল নিরন্তর
মনোমুগ্ধকর মধুর নির্ঝর
নিশিদিন যেন মনেতে জাগে।
বাল্য কথা তার কহিতে কহিতে
বিচ্ছেদ কাহিনী আসিয়া চকিতে
দিলনা গো আর অতীত বলিতে
এতই মর্ম্মান্ত বিচ্ছেদ তার।
সব জগতের ঐশ্বর্য্য নিচয়
তার তুলনায় যেন কিছু নয়।
এমন অমূল্য ছিল "রেণুময়"
তাহার সৌন্দর্য্য সবার সার।
যেইদিকে চাই তথা তারে পাই
পর্ব্বতে প্রান্তরে যথা কেন যাই

তারে যেন আমি হেরি সব ঠাঁই
সকলেতে(ই) সে বিরাজমান।
কিবা ফুল্ল ফুলে পত্রের বেষ্টনে
কিবা নির্ঝরের কল কল স্বনে
কিবা চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে
জগত পূরিত তাহার গান।
কত খেলা যে সে খেলিয়া হেথায়
রাখিত জড়ায়ে শত মমতায়
না বুঝিয়া তাহা মোহ মদিরায়
শিরায় শিরায় দিছিনু স্থান।
সর্ব্ব ছিন্ন করে কাল প্রভঞ্জনে
চলে গেল রেণু আপনার মনে
দেখিল না পিছু চাহিয়া নয়নে
বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির অসহ্য টান।
আদরেতে কিনে বর্ণ পরিচয়
শিখাত জননী হইয়া তন্ময়
আশা মুগ্ধমনে কত কিবা হয়
একটা সংঘাতে সকল শেষ।
এত ক্ষণস্থায়ী "রেণুর" জীবন
নিমেষেও তাহা ভাবিনি কখন
যদিও জানি গো নীতি চিরন্তন
কালের কঙ্কাল কর্কশ বেশ।
পরিমল গয় ফুল্ল ফুলদল
মলয়-হিল্লোলে হইয়া চঞ্চল

কাতরে নমিয়া চুম্বি ধরাতল
শেষ অভিনয়ে শুকায়ে যায়।
সামান্য একটা সংঘাত তাড়ণে
অথবা ব্যাধির প্রবল পীড়নে
জীব-আত্মা ত্যজে অনাম কারণে
কালের কুহকে ঠেকিয়া হায়!
তবু ভেদাভেদ তবু পরজ্ঞান
তবু দ্বেষাদ্বেষী বিষয়ের টান
তবু মিথ্যাময় বঞ্চনার স্থান
কেন গো মানবে করিতে যায়!
যেই সৌন্দর্য্যের লাবণ্য আভায়
মুগ্ধ প্রাণ মন ক্ষণিক শোভায়
পরক্ষণে তার চিহ্ন নাহি পায়
তবু মত্তভাবে তাহাতে ধায়!
অজানা অব্যক্ত এই মর্ত্তধাম
পুরেনা গো হেথা কোন মনস্কাম
তবু চিন্তা-বিষে জ্বলি অবিরাম
পরকাল মোরা করিছি নষ্ট।
স্তরে স্তরে স্তরে মাধুরী সাজায়ে
তালে তালে তালে বিপঞ্চী বাজায়ে
জীবন তোমার রাখে গো মজায়ে
পরিণামে তবু দেখিবে কষ্ট।
কোথা হ'তে আসে কোথা চলে যায়
ঠিকানা তাহার করা বড় দায়

অশান্তি বিপদ ঘুরে পায় পায়
তাইতে "মরত" হয়েছে নাম।
মুহূর্ত্তেক আগে করনি কল্পনা
পরক্ষণে তাহা হইয়া ঘটনা
এই বিশ্বমাঝে করিছে রটনা
কেমনে তথায় পূরাবে কাম।
ঘাত প্রতিঘাত সংসার নিয়ম
কভুবা কোমল কভুবা নির্ম্মম
অনুপাতে হেরি সকল(ই) বিষম
অখিল জগতে নাহিক সুখ।
হীনবল নর মোহে মুগ্ধ মন
কেমনে কর্ত্তব্য করি নিরূপণ
গূঢ় সৃষ্টিতত্ত্ব করিবে মন্থন
এড়াবে মরতে কেমনে দুঃখ।
ক্ষণপ্রভা সম জনম মরণ
ধ্বংস পথ পানে ছুটে অনুক্ষণ
বিনাশ বর্দ্ধন নীতি চিরন্তন
তাহাতে(ই) মোরা ডুবিয়া রই।
কেনবা আবেগে—হৃদি সমর্পিয়া
রহিগো আবদ্ধ মায়াজালে গিয়া
কেহ কারো নয় না দেখি চিন্তিয়া
তাইতে তো এত কাতর হই।
কি কথা কহিতে কি কথা আসিয়া
লক্ষ্যপথ ভ্রষ্ট হইতেছে হিয়া

অনন্তমানসে পথ হারাইয়া
আবেগ সঞ্চারে কহিছি কিবা।
যেই হৃদিধন হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত অব্যক্ত নিয়ত বিরাজে
দেখাব তাহারে কোন্ ফুল সাজে
জাগিছে তাহাই নিশীথ দিবা।
একটাও কিছু পার্থিব জগতে
পাইনা নমুনা শত চেষ্টামতে
তাইতে তো বুক ফেটে যায় শতে
এমনি দুর্লভ হয়েছে হেথা।
সেই সে পদের নূপুর নিক্কণ
সেই সে কণ্ঠের সুধা বরিষণ
সেই সে চলনে গতি সম্মোহন
যথা পাই আমি যাইগো সেথা।
ধীরে ধীরে ধীরে সচঞ্চল হাতে
লিখিত রে যবে জননীর সাথে
অসম্ভব তাহা বয়ঃ অনুপাতে
সকল(ই) তাহার প্রতিভাময়।
কর্মক্লান্ত দেহে জন্মদাতা তার
গৃহেতে যখন ফিরিত আবার
কত যে উৎসাহ জাগিত তাহার
দেখি অপত্যের করমচয়।
'বাবা' বলে বাবা ছুটে এসে পাশে
করিত বীজন কত যে উচ্ছ্বাসে

কোন্ মর্ত্ত্যসুখ তাহার সকাশে
অধিক করিয়া তুষিতে পারে।
উৎসাহ প্রদীপ্ত উজ্জ্বল বদন
কাতরতা তাহে ছিল না কখন
অপূর্ব্ব তাহার সব আয়োজন
ঝরিত মাধুরী অপূর্ব্ব ধারে।

রোগশয্যা ও মৃত্যু।

কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে আজি গৃহপানে আসিয়া
ডাকিল মহেন্দ্র কত 'রেণু রেণু' ভাষিয়া
নিতি নিতি নিজে আসি
পাশেতে দাঁড়াত হাসি
ডাকিতে হ'তনা কভু আজি কেন আসেনা
শুনিলে পায়ের শব্দ নীরব তো রহে না।
ডাকিতে হ'ত না কভু আজি কেন আসেনা
দূরিতে পিতার ক্লান্তি বীজন যে করে না
কেন যে এমন হ'ল
তবে কি ভিতরে র'ল
তাইতে আবার তারে পুনর্ব্বার ডাকিল
তবুও নিঃশব্দে "রেণু" কেমনেতে থাকিল।
তখন(ই) মনের মাঝে কেমন যে লাগিল
উঠিতে উঠিতে তথা পুনরায় বসিল

কতই চঞ্চল হ'য়ে
ভিতরেতে ভয়ে ভয়ে
যাইতে পড়িয়া গেল শির দেশে বাধিয়া,
অবসাদে দেহ মন যাইতেছে ধাঁধিয়া।
উঠিয়া যাইতে কত দুর্ভাবনা আসিল,
পদের চলৎশক্তি লোপ যেন পাইল,
যাইতে সে পথটুকু
বুকে বাজে ধুকু ধুকু
অশান্ত অস্থির চিত্ত ভাল কিছু লাগে না
এমন ভাবনা হৃদে কভু(ও) তো জাগে না।
ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে বস্ত্রাদি না ছাড়িল
যাইতে ক্রমেই চিন্তা সমধিক বাড়িল।
আসিয়া প্রবেশি ঘরে
দেখে "রেণু" শয্যাপরে
কাতর নয়নে যেন রহিয়াছে চাহিয়া,
উদ্বিগ্না জননী প্রাণ-আকুলিতা কাঁদিয়া।
তখনি কাতরকণ্ঠে আধ আধ বচনে
বলিয়া উঠিল, "রেণু! কেন ভাবনা মনে?"
যাও বাবা ভাত খাও
মা! তুমিও সঙ্গে যাও,
বাবার কাপড় জামা রহিয়াছে পরণে,
এখন(ও) হয় নি ছাড়া ছাড়িবেন কখনে?
সামান্য হয়েছে জ্বর ভাল হ'য়ে যাইবে
হয় ত আগামী নহে পরশ্বেতে সারিবে,

তার তরে কেন সবে
এমন কাতররবে
দেহী হায়! ব্যাধিহস্ত কেমনেতে এড়াবে
ব্যাধিশূন্য দেহে মর্ত্তে তোমরা কি বেড়াবে?
শুনিয়া "রেণুর" কথা বুকে বড় লাগিল
তাহাতে সান্ত্বনা কিছু মনে নাহি মানিল,
জননীর অশ্রুজল
ভিজাইল বক্ষঃস্থল
উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ আর(ও) মর্ম্ম ভেদি উঠিল
শতেক নিরাশা এসে মন মাঝে জুটিল।
এত কাতরতা মনে কভুও তো হয়নি
ফাঁকা ফাঁকা চিত কভু এত দীর্ঘ রয়নি
কেমনি নিরাশ ভাব
প্রকাশিছে হাব ভাব
অনন্ত মরুর মত হুহু যেন করিছে
নেপথ্যে অশুভ বার্ত্তা হৃদি মাঝে ধ্বনিছে।
সামান্য হয়েছে জ্বর তাহে কেন ভাবনা?
এমন অস্থির ভাবে বাড়ে কেন যাতনা?
অসুখ কতই হয়
কভু নাহি হয় ভয়
কভুও উৎকণ্ঠা এত জ্বালাতন করে না
এবার যন্ত্রনা যেন বুকে আর ধরেনা।
অতি কষ্টে উঠে এসে স্নানাদি করিল
শতেক ভাবনা নিয়ে ভাত খেতে বসিল।

"রেণু" না বসিলে সাথে
গরাস উঠেনা হাতে
আহার্য্য লাগেনা ভাল পেট আর ভরেনা
তেমন মাধুরী দান কিছুতেই করেনা।
কোন মতে ভাত খেয়ে শয্যা পাশে আসিল
অশুভ শতেক চিন্তা মনমাঝে জাগিল,
ধীরে ধীরে সন্তর্পণে
ডেকে দেখে প্রাণধনে
সজ্ঞান অজ্ঞান কিম্বা চক্ষু মুদে রহিছে
অথবা নীরব হ'য়ে ব্যাধি জ্বালা সহিছে,
ডাকিতে পাইল সাড়া মধুমাখা বচনে
সুধার সুধারা যেন ঢালিলেক শ্রবণে।
কহিতে লাগিল ধীরে
খেয়ে কি এসেছ ফিরে
দেখ বাবা! জ্বর মম যাইতেছে ছাড়িয়া
কাতর করিবে না কো পুনঃ আর বাড়িয়া।
ভিষক্ আনিতে লোক পাঠাইলা তখনি—
আশ্বাসে বাঁধিয়া বুক হাসিলেক জননী,
"রেণু"ও উঠিল বসি
ম্লান যেন মুখশশী
কেমনি কালিমা যেন দিয়াছে গো ঢালিয়া
প্রবলাগ্নি ব্যাধিক্লান্তি দেহমাঝে জ্বালিয়া,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মরেখা ললাটেতে ফুটিল
শরীর হইয়া ঠাণ্ডা জ্বর বুঝি ছুটিল,

ক্ষণেকে পাইয়া শান্তি
ফুল্ল যেন হ'ল কান্তি
ধীরে ধীরেদেহ-ক্লান্তি যেতেছিল সারিয়া।
আশ্বাসে মায়ের প্রাণ উঠিলেক ভরিয়া।
কাতরের অভিব্যক্তি দূরে গেল চলিয়া
দম্পতি পাইল শান্তি কত কথা বলিয়া
অতীতের সুখ দুঃখ
কহিয়া লভিল সুখ
হেনকালে ভিষগ্বর বাহিরেতে আসিল
আসিয়া "মহেন্দ্র" বলি বারবার ডাকিল।
মহেন্দ্র শুনিয়া ত্বরা বহির্ব্বাটী আসিল
আসিয়া যত্নেতে তাঁহে ভিতরেতে আনিল,
ভিষক্ দেখিল কত
যুক্তি আছে শাস্ত্রে যত
সকলি প্রয়োগ করি বার বার দেখিল
দেখিয়া শুকা'ল মুখ দায়ে বড় ঠেকিল,
চাপিয়া মনের ভাব বাপ মায়ে কহিল
চিন্তার কারণ নাই ব্যাধি নহে জটিল
যতনে শুশ্রূষা কর
হ'য়ে সদা তৎপর
নিরাময় হ'য়ে যাবে ব্যস্ত নাহি হইও
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তত্ত্ব সর্ব্বদাই লইও
বলিয়া ঔষধ দিয়া চলে গেল উঠিয়া
বিচারিল মনে মনে, এল কাল ছুটিয়া।

ব্যাধি হ'তে পাবে মুক্তি
নাহি দেখি হেন যুক্তি
দম্পতি-জীবনাকাশে কালমেঘ উঠিবে
উপসর্গ তাই আসি পরোক্ষেতে জুটিবে
বিয়োগান্ত অভিনয়ে মর্মভেদ হইবে
যবনিকা দুঃখময় ধ্রুবতারা খসিবে
এতেক ভাবিয়া মনে
বিবিধ চিন্তার সনে
কাতরে ভিষক্ আসি নিজ গেহে পশিল
"রেণুর" মাধুরী ভাবি তাঁর(ও) প্রাণ গলিল।
কিছুকাল গেল ভাল চিন্তা কিছু কমিল
সকল ব্যাধির শ্রান্তি অনুমানে শমিল।
দেখিতে দেখিতে জ্বর
কাপাইয়া কলেবর
পুনরায় কম-কান্তি জড়াইয়া ধরিল
সে তাড়নে মুহূর্ত্তেকে বৎস ক্লান্ত হইল।
বাড়িল পিপাসা বড় কিছুতেই মিটেনা
শুষ্ক তালু শুষ্ক কণ্ঠ কিছুতেই ভিজেনা
যতই দিতেছে জল
কিছুতেই হয়না ফল
কৃতান্ত-শোষণ তাহা কেমনেতে জানিবে
সে শোষণে পয়োধি বা পরাজয় মানিবে!
দেখিতে দেখিতে আর(ও) শ্বাস যেন বাধিছে
বুকেতে বেদনা ব'লে বাছা যেন কাঁদিছে

আর কি মায়ের মন
শান্ত থাকে ততক্ষণ
তখনি উচ্ছ্বাসে বক্ষঃ ফেটে অশ্রু বহিল
মহেন্দ্র প্রবোধ দিয়া চেপে চেপে সহিল।
তাতে কি প্রবোধ মানে জননীর হৃদয়ে
ভবিষ্য সমীপে আসি কাতরিল উভয়ে।
প্রবোধ কি মানে মনে
হবে যাহা পরক্ষণে
অন্তরে অন্তরে তাহা সমাবেশ হইল
তবুও নীরবে উভে কিছুক্ষণ রহিল।
দেখিতে দেখিতে শ্বাস ঘন হ'য়ে আসিল
তখনি আছাড়ি ভূমে প্রসবিনী কাঁদিল।
কেঁদনা কেঁদনা তুমি
বাৎসল্যের লীলাভূমি
তোমার অশ্রুতে প্রিয়ে! অমঙ্গল হইবে
বলিল মহেন্দ্র কত সে বা কত সহিবে।
দেখিতে দেখিতে কাল মুখব্যাদি আসিল
করাল কৃতান্ত ছায়া অঙ্গপটে ভাসিল
দেখিতে দেখিতে হায়!
প্রাণ বুঝি ছেড়ে যায়
ত্বরিতে সকলে ধরি বাহিরেতে আনিল
অন্তিমে অন্ত্যের গতি "হরিনাম" ডাকিল।
বিবশা বিস্রস্তা ভাবে ছুটে এসে জননী
ধরিতে বাছারে বুকে ধাইলেক তখনি

নাহিক সবম ভয়
সকল(ই) হয়েছে লয়
হাহাকার করি আহা ! আছাড়িয়া পড়িল
প্রাণ ভেঙ্গে শোক-বেগ শতগুণে চড়িল
অব্যক্ত বেদনে সবে অশ্রুজলে ভিতিল
এতদিনে আশা-দী । কালবলে নিভিল।
আসিয়া সান্ত্বনা দিতে
আঘাত পাইয়া চিতে
নয়ন-আসারে সবে নিজেরাই ভিজিল
মহেন্দ্র নির্ব্বাক্ স্থির মূঢ়বৎ রহিল।
প্রশান্ত নিস্পন্দ হ'য়ে কাল গতি দেখিল
সংসার আবর্ত্তে এসে এতদিনে ঠেকিল,
দেখিল কিছুই নয়
এ সংসার মায়াময়
মায়ার কুহকে শুধু রেখেছে গো বাঁধিয়া
তাহাতে নিরর্থ কেন মরি মোরা কাঁদিয়া ?
এ শুধু প্রবোধ ছলা, মনে তা কি মানে গো
এ কথা জগত মাঝে কয়জনে জানে গো ?
জন্মিলে মরণ আছে
ফেরে কাল পাছে পাছে
তবুও বিচ্ছেদে কেন কাতরতা আসে গো
হৃদয়ে তুষের অগ্নি সদা কেন জ্বলে গো।
সেই তো মায়াব খেলা রহস্যই সেই গো
তাহাতে মোহিত ব'লে সৃষ্টি মাঝে ঘুরি গো

সেই মায়া আছে বলে
সৃষ্টি তত্ত্ব হেন চলে
নহিলে কোথায় কিবা কিছু নাহি থাকিত
মায়ায় সন্তানে যদি ভাল নাহি বাসিত।
ঐশিক ইন্ধনে ভরা গূঢ়তম অন্তর
শোকের সংঘাতে তাহা জ্বলে হৃদে নিরন্তর
তুমি কি রোধিতে পার
সে শোক যে দুর্নিবার
এখন(ও) এত যে সহ্য বাহিরেতে করিছ
অতুল ধৈরয তাই এত জ্বালা সহিছ।
সে কথা পরের কথা কাজ আর(ও) আছে গো—
চল চল চল সবে কি হইবে কেঁদে গো
বল সবে হরি হরি
অন্তিমে বাউক তরি
বেঁধনা বাছারে আর মায়া ডোরে জড়ায়ে
জ্যোতিঃ তার বিশ্বমাঝে রহিবেক ছড়ায়ে।

সৎকার।

ওহে হিমাচল পবিত্র ভূধর
জগ-জননীর জনক তুমি
ধৈরযে পাষাণ অঙ্গেতে তোমার
ঐ প্রস্তর বহুল বিশাল ভূমি।

তুমিও বুঝিগো এ দুঃখ দেখিয়া
কাতর হ'য়েছ অন্তরে বড়,
তাই বুঝি তব বক্ষঃস্থল ভেদি
আসিছে প্রবাহ হইয়া দড় ।
ভেদিয়া প্রান্তর কান্তার নিচয়
কল কল স্বনে ছুটিয়া আসে,
জানাতে তোমার হৃদয়-বেদনা
শোকার্ত্ত জনক জননী পাশে ।
বহুদূর হ'তে উন্মাদ আবেগে
এসেছে ছুটিয়া তোমার ধার,
কত বিঘ্ন বাধা পথ আগুলিয়া
কিছুই নারেনি করিতে তার ।
এত ভালবাসা সহ অনুভূতি
তোমার হৃদয়ে লুকান ছিল,
সময় বুঝিয়া তাইতে আসিয়া
এতেক করুণা ঢালিয়া দিল ।
নহ তুমি একা সমগ্র প্রকৃতি
দেখ গো কেমন বিষাদ মাখা,
সকলেরই যেন সজীব স্বভাব
মলিন পয়োদে পড়েছে ঢাকা ।
সযত্ন বর্দ্ধিত পুষ্প তরুচয়
লতার বেষ্টনে জানায় দুঃখ,
কত যে ব্যথিত কত যে কাতর
অযত্নে এখন নাহিক সুখ ।

পিঞ্জরের পাখী ছাড়ি 'রামনাম'
ধরেছে তাহার আপন বুলি,
নিয়ত চিৎকারে হৃদয়-বেদন
জানাইতে সেও যায়না ভুলি।
হম্বা হম্বা রবে গোধন সকল
এদিকে ওদিকে বেড়ায় ছুটে,
হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ্য ভাষায়
পারেনা বলিতে বদন ফুটে।
যে দিকেতে চাই শান্তি নাহি পাই
সবারই আঁখি ভাসিছে নীরে,
সে সব কহিয়া কি আর হইবে
ল'য়ে চল বৎসে নদীর তীরে।
দেখ দেখ ওই গঙ্গার সোদরা
গিরি-প্রস্রবিণী বহিয়া আসে,
যন্ত্রণা-বিদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা
সলিলে যাহার নিয়ত নাশে।
সে সুখ পবিত্র সলিল পরশে
দূর হবে সব হৃদয়-জ্বালা,
শত বিরহিণী শত শোকাতুরা
বিসর্জ্জে হেথায় দুঃখের ডালা।
দেখ দেখ ওই কল কল স্বনে
'চেঙ্গানদী' ওই আসিছে ঝুঁকে,
শোক তাপ দুঃখ একত্র করিয়া
লইবে ধরিয়া আপন বুকে।

এমন মধুর সুধার প্রলেপ
দিতে কভু আর কিছুতে নারে,
শোক শেলাঘাত অন্তরের ক্ষত
যাহাতে এমন শুকা'তে পারে।
সময় সংস্পর্শে আহার্য্য গ্রহণে
পর পর ক'রে ভুলিয়া যায়,
আশু প্রতিকারে অব্যর্থ সলিল
স্পর্শিলে শীতল হয় গো কায়।
এস এস ওহে পূত স্রোতস্বিনী
আদরের ধনে কোলেতে লও
যতনে পালিত যতনে লালিত
তুমি তো উহার অপর নও।
তব সম স্নেহ জানে না জগতে
অনন্ত মায়ায় জড়িত তুমি,
নাহি ভেদাভেদ আত্মপর বলি
কোলে লও সবে আদরে চুমি।
তোমার পবিত্র সলিল পরশে
সমভাবে শান্তি লভিছে সবে,
তাই বলি তব অতুল করুণা
এমনটী আর মেলেনা ভবে।
লহ লহ তুমি কোলে তুলে তব
প্রাণের বাছায় লহগো তুলে,
সংসারের সুখ সংসারের দুঃখ
জনমের মত যাউক ভুলে।

শুনেছি জেনেছি করুণা তোমার
তুলনা যাহার জগতে নাই,
পরশে তোমার মোক্ষ লভে নর
ইচ্ছা তব গুণ নিয়ত গাই।
হরি হরি সবে বল আর বার
কাঁদিয়া সুফল নাহিক আর,
অন্তিম শয়নে শুয়েছে কুমার
চির মোহ ঘুম এসেছে তার।
বল হরি হরি উচ্চে কণ্ঠ তুলি
পরোক্ষের পথ উঠুক মাতি,
নামামৃত মোক্ষ নামামৃত জ্যোতিঃ
দেখাবে পরোক্ষে উজ্জল ভাতি।
জ্বাল অগ্নি-শিখা চিতা শয্যা পরে
বিলম্বেতে আর কি ফল হবে,
সর্ব্বভুক্ স্পর্শে কনক-প্রতিমা
বিলুপ্ত আজিরে হউক ভবে।
কেমনে কেমনে কেমনে রে হায়।
সে মুখচন্দ্রিমায় আগুন দেবে,
কেমনে কেমনে কেমনে রে হায়!
জ্বালাতে তাহারে তুলিয়া নেবে।
সুকুমার দেহ কুসুম-কোমল
কণ্টক আঘাত কভু সহেনি,
পায় পিছলিয়া যদি বা পড়েছে
তাতেই কাতরা হয়েছে জননী।

আজি বল তারে কেমন করিয়া
সর্ব্বভুক্ মুখে সপিবে হায়।
প্রাণের কুমারে প্রাণের আবেগে
কতই যে ভাল বেসেছে মায়।
কি আর হইবে ভাবিয়া সে সব
হরি হরি বলি বিসর্জ্জ তায়,
প্রাণের প্রতিমা ভেঙ্গে গেল আজি
কেন মন আর তাহারে চায়।
জন্ম মৃত্যু হেথা নীতি চিরন্তন
দুদিন আগেতে অথবা পাছে,
সকলেরই হায়! যেতে হবে চলি
দুর্নিবার সেই শমন কাছে।
যতদিন ভবে নাহি সাঙ্গ খেলা
ততদিন হায়! ঘটিবে কত,
তার তরে আর ব্যাকুল হইয়া
কেন বা মরমে হইব হত
যদি হ'ত "রেণু" আপনার ধন
সাধ্য ছিল কার লইতে কেড়ে
যদি হ'ত "রেণু" সুখদ প্রতিমা
নাহি ছিল সাধ্য যাইতে ছেড়ে।
বল হরি হরি যা'ক্ "রেণু" চলি
কুসুম রচিত বিমানে চড়ে,
কর্ম্মফল ভোগে হেথায় তোমরা
কাতর হইয়া রহগো পড়ে।

চিতাভস্ম তার মিশিবে অনন্তে
কিছুই তাহার রবেনা আর,
পুনঃ যেই দিন এ নশ্বর দেহ
লভিবে সমাধি সংসার-সার।
সেই দিন শুধু এ অগ্নি নিভিবে
পাইবে পবিত্র শান্তির ছায়া,
নহিলে মরতে নাহি সুখ লেশ
ধরি এইরূপ নশ্বর কায়া।
জনম হইতে নিয়তি পর্য্যন্ত
হরিপদ বিনা ভরসা নাই,
হরিপদ সুখ, শান্তি হরিপদ
ডাকিতে তাহারে বলিগো তাই।
হরিনাম নিয়ে জ্বাল অগ্নি সবে
কনক-প্রতিমা হউক শেষ,
কি লাভ কাঁদিয়া রহিয়া মরতে
নাহিক যথায় শান্তির লেশ।
এস সর্ব্বভুক্ কুমারেরে লহ
এসেছি তোমারে আহুতি দিতে,
এই-ই আহুতি, ইন্ধন বিহনে
জ্বলিবে নিয়ত রহিয়া চিতে
দেখিতে দেখিতে সব হ'ল শেষ
হৃৎকহিনুর হইল হারা,
আসিয়া প্রবাসে উপার্জ্জন আশে
চলিল জীবনে জীবন-তারা।

বালকস্বর্গ।

কৃতান্ত-আলয় করুণ-সজ্জায়
তরুণ করিয়া সাজায় কেন?
আধ আধ হাসি আধ আধ ভাষা
আধ ফোটা ফুলে মলয়ে যেন।
আধ আধ আধ নব কিশলয়
আধ আধ ভাবে গঠিত কেন?
আধ আধ ভাবে সবাই প্রমত্ত
আধ ভাষ কভু দেখিনি হেন।
আধ আধ ভাবে ঝঙ্কারে কোকিল
ভুলিয়া তাহার পঞ্চম তান,
কুঞ্জবন সব আধ মুঞ্জরিত
আধ আধ যেন ভ্রমর গান।
সব(ই) আধ আধ চিত-বিনোদন
মাধুরী মাখান সবার গায়,
নূপুর-নিক্কণ আধ আধ তালে
বাজিছে মধুর শিশুর পায়।
আধ আধ খেলে জ্যোতিঃ কনকের
আধ জড়োয়ার সুন্দর কত,
আধ আধ ভাবে সবাই তন্ময়
আধ ভাবে ভোর নক্ষত্র যত।
আধ আধ খেলে চন্দ্রমা তথায়
আধ নীরদের আড়ালে বসে,

আধ আধ ভাবে কুমুদিনী যত
আপন গৌরবে কতই রসে।
পত্র রচনায় প্রথম তোরণ
করিয়া রেখেছে বড়ই চারু,
স্তবকে স্তবকে তার মাঝে মাঝে
অর্দ্ধেক ফুটন্ত কুসুম কারু।
মোহিনী মায়ায় মোহিত হইয়া
সকলেই যেন রয়েছে তথা
নাহি দুঃখ লেশ কাহার(ও) বদনে
নিঃসরে মধুরে মধুরে কথা।
শত শত শত সহচর সহ
বালকের দল বেড়ায় খেলে,
নাহি শঙ্কা লেশ নাহিক উদ্বেগ
সবাই প্রফুল্ল সবারে পেলে।
সবাই একত্র সকল সময়ে
আহারে বিহারে পার্থক্য নাই,
এক সূত্রে যেন গাথা ফুলমালা
একই ভাব তার সকল ঠাঁই।
একতানে বেঁধে কানাই বাঁশরী
গলে বনমালা ফুকারে কত,
শত কুসুমের শতেক ফুলমালা
তাহার কাছেতে সবাই নত।
বিজনে বিজনে আশু তোষে যথা
বালকের দল তথায় ছুটে,

আপন উল্লাসে সবাই তন্ময়
শত সরোজিনী স্বতঃই ফুটে।
নরেন্দ্র বাঞ্ছিত সুরেন্দ্র আলয়
উদাস হইয়া ভাবে গো তাই,
ডাকি তারে আমি দেখিতে এ স্থান
বালক-স্বর্গের তুলনা নাই।
শত জননীর শতেক পরাণ
বাৎসল্য প্রেমে গঠিত আছে,
শুধু পুত্র-প্রেমে তন্ময় তাঁহারা
সেই ধর্ম্ম শুধু তাঁদের কাছে।
পূর্ব্বজন্ম ফলে সুকৃতি অর্জ্জিয়া
লভেছে তাঁহারা স্বরগ-সুখ,
পূর্ব্বজন্ম-ব্যাপি পরপুত্রে সেবি
কতই পুত্রের দেখিছে মুখ।
ছিল তথা শোক-জন্ম-মৃত্যু-ভয়
এখানে তাহার কিছুই নাই,
অশেষ পুণ্যের সুধাময় ফলে
সুধাময় হেরি সকল ঠাঁই।
বাসনাতে সুধা হৃদয়েতে সুধা
সুধার প্রেমেতে বিভোর মন,
সুধা ছাড়া কিছু নাহিক হেথায়
সুধাই সম্ভোগে সকল জন।
ধাত্রীর কর্ত্তব্যে মাতৃপ্রেম মাখা
মাতার অন্তর লভেছে সবে,

ভক্ত আবাধনা তত্ত্বেক শুশ্রূষা
কেমনে তোমরা মিলাবে ভবে।
উদ্বেগে কাতর হেথায় তোমরা
বংগের শুশ্রূষা কভু না চলে,
উদ্বেগ-কাতর হতাশ-পরাণে
রহিছ তোমরা প্রত্যেক পলে।
দিব্যচক্ষু মিলি দেখহ চাহিয়া
রয়েছে কেমন শান্তিতে তাঁ'রা,
শত অর্থ ব্যয়ে প্রাণ বিনিময়ে
কেমনে রাখিতে নার তোমরা।
একটাও সঙ্গী পারনি মিলাতে
কত সঙ্গী তার গেছে গো জুটে,
কত শান্তি তার দেখগো এখানে
হাসির ফোয়ারা বদনে লুটে।
রক্ষিছে স্বভাবে পালিছে স্বভাবে
স্বভাবে গঠিত সকল তার,
ঠিক ঠিক ভাবে ঠিক পথে চলে
কাহার(ও) সহিতে হয় না ভার।
উদ্বেগে আকুল, ব্যাকুল পরাণে
ত্রুটিতে কাতর হয়েছে কত
ত্রুটি নাহি তথা পর্য্যায়েতে চলে
নহে তথা কিছু মরত মত,
কেঁদনা কেঁদনা কেঁদনা তোমরা
তন্ময় হইয়া দেখ গো চেয়ে,

কেমন মধুর, মন-সুখে তারা
আপন উল্লাসে বেড়ায় ধেয়ে।
অপূর্ব্ব জ্যোতির অপূর্ব্ব আভায়
বদন তাহার রহেছে ভেসে,
অপূর্ব্ব কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
প্রমত্ত হইয়া বেড়ায় হেসে।
সদাই আনন্দে রহেছে বিভোর
নাহিক দুঃখের মলিন রেখা,
এমন আনন্দ এমন উল্লাস
মরতে কভু যায় কি গো দেখা ?
শত জননীর শতেক পরাণ
নিয়োজিত আছে তাদের তরে,
মরতের মাঝে কোন্ শক্তি বলে
করিবে আদর তেমন ক'রে,
অভাব-জনিত কোন কাতরতা
দেখা নাহি যায় সেথায় কভু,
পরিপূর্ণ সুখ সুখদ-মন্দির
সুখদ-সজ্জায় সাজায় বিভু।
সুখদ তুলির সুখদ ভঙ্গিমে
সুখদ করিয়া চিত্রিত সব,
সুখদ সঙ্গীতে সুখদ ঝঙ্কারে
সুখদ যতেক পাখীর রব।
সুখদ ছাঁদের সুখদ আকারে
সুখদ সকল বালক দল,

সুখদ মধুর-হৃদয় তাদের
সুখদ তাদের করম ফল।
সুখদ অঙ্গের সুখদ দোলনে
দলে দলে দেখ কেমনে আসে,
মণ্ডলী করিয়া হাতে হাতে ধরি
দোড়িছে একক অপর পাশে।
সুখদ তাদের সুখদ বিক্ষেপে
সুখদ কেমন হয়েছে তারা,
অভিনব সাজে সাজিয়া সাজিয়া
নাচিতে নাচিতে আপন হারা।
তার মাঝে দেখ "রেণুময়" ওই
কনক মুকুট মাথায় পরা,
কনকের ফুল কনক বল্লরী
অঙ্গেতে তার রয়েছে ভরা।
সেরূপ দেখিলে নয়ন অলসে
চঞ্চল কেনরে হয় গো মন,
আত্ম মন সব যেন হারা হয়ে
ধরিতে তাহারে হয় গো পণ।
কি কর কি কর যেওনা যেওনা
এ নহে তো তব মরত ভূমি,
আত্মহারা হ'য়ে যেওনা ধরিতে
তা'হলে হারাবে সকল তুমি।
তাধিন তাধিন নাচিয়া কুমার
কোলেতে যেন গো উঠিতে আসে,

বিছাইয়া অঙ্ক গেলাম ধরিতে
দেখিলাম "রেণু" এমনা পাশে।
ধরিবারে যাই পিছে সরে যায়
কেন গো আসেনা আমার কাছে?
ডাকিলে ডাকের দেয়না উত্তর
অলক্ষ্যে যেনরে সরে গো পিছে।
দেখিতে দেখিতে পরোক্ষ নয়ন
চঞ্চলতা বশে মুদিত হ'ল,
পার্থিব নয়নে দেখিনু তখন
সকলি আঁধার সব বিফল।
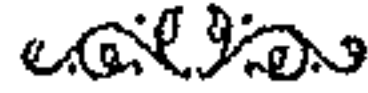
প্রবোধ।

জ্বালাময় হেরি এ বিশ্বসংসার,
চারিদিকে এবে শুধু হাহাকার,
বিচ্ছেদ বিরহ শতেক বিকার
হিল্লোলিয়া ঘুরে নিয়ত,
পবিত্র মিলন পূত সম্ভাষণ,
একমাত্র শুধু শান্তির কারণ,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলে রহে অনুক্ষণ,
বিশ্বনীতি নহে সেমত।

এ বিশ্বমুরজ এক ঘোষে সুরে,
বাজিত যদ্যপি এই মর্ত্ত পুরে,
তাহ'লে অশান্তি উঠিত ঘিচুরে,
অনিয়মে সৃষ্টি কাঁপিত,
না থাকিত হেথা যদ্যপি বিচ্ছেদ,
মর্ম্মান্তিক জ্বালা মর্ম্মান্তিক খেদ,
তাহ'লে কি কভু হইয়া বিবেক,
উচ্চ আশা মনে জাগিত ?
মৃত্যু নীতি যদি বিলুপ্ত হইত
দেহ হতে আত্মা যদি না খসিত
কোথায় তাহ'লে সকলে বসিত
স্থানাভাবে হ'ত চঞ্চল,
এ মর জগতে যতটুকু স্থান
তাহা সবে আছে করি অধিষ্ঠান
তার পরে আরও হলে অনুষ্ঠান
কোথায় মিলিবে অঞ্চল ।
সে নীতি রক্ষণে জনম মরণ
হইয়াছে মর্ত্তে নীতি চিরন্তন
পাপ পুণ্যফল না হয় খণ্ডন
জন্মান্তর হয় তাইতে,
শাসন পালন কঠোর কর্ত্তব্য
চলেনা তাহাতে অন্যায় মন্তব্য
ভীতিতে তাহার সুস্থির গন্তব্য
ভীত পাপ পথে যাইতে ।

চিত্ত স্থির ক'রে দেখি যদি সব
স্বপ্ন বাস্ত্য বলে হয় অনুভব
স্বপ্নের কুহকে দেখি অভিনব
জীব-আত্মা গঠিত মায়ায়,
জয় পরাজয় খেলায় যেমন
সংসার সংগ্রামে সকলি তেমন
তার মাঝে যেন অধিক কেমন
জীবন্ত প্রভাব কায়ায়।
অনিত্য সংসার অনিত্য বাসনা
অনিত্য ঐশ্বর্য্য অনিত্য কামনা
একমাত্র নিত্য বিভুর সাধনা
মায়াজাল সব ছিঁড়িয়া,
আত্মপর মায়া দুঃখের আগার
তার মাঝে স্বার্থ ঘুরে অনিবার
যত দিন হৃদে রবে সে বিচার
দুঃখেতে মারিবে পীড়িয়া।
পত্নী পুত্র প্রেম কর্ত্তব্য পালন
অনাসক্ত হয়ে করিলে সাধন
নাহি হয় কোন অশান্তি-কারণ
ব্যথিত হয় না হৃদয়,
যাঁর সৃষ্টি তাঁর(ই) নীতিবলে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমভাবে চলে
তাহাতে কাতর হইলে সকলে
কেমনে পাইবে অভয়।

তিনি দয়াময় তিনি মায়াময়
চিন্ময় চিদাত্মা শক্তির নিলয়
ইচ্ছায় তাঁহার সব কার্য্য হয়
কাতরতা তাহে চলেনা,
নিজ কর্ম্মফলে ভুঞ্জে দুঃখ নর
কুবৃত্তি হৃদয়ে পোষি নিরন্তর
কলুষিত করে আপন অন্তর
অন্তে তার মধু ফলে না।
আমিত্বের জ্ঞান রবে যতদিন
সুবৃত্তির জ্যোতিঃ তত হ'বে ক্ষীণ
পঙ্কিল স্বার্থেতে তত হবে লীন
কাতরতা তত আসিবে,
কার এ সংসার আমিই বা কার
অনাদি অনন্ত পুরুষই সার
তাঁহার আজ্ঞায় চলি অনিবার
সে মন্ত্রে জগত হাসিবে।
আত্মীয় স্বজন বল তুমি যারে
সঙ্গী নহে কেহ যেতে পরপারে
তবে কেন মুগ্ধ হও বারে বারে
সংযম করহ বাসনা,
উলঙ্গ হইয়া লভেছ জনম
বাসনা বিহীন ছিলে অনুপম
উলঙ্গ হইয়া চরমে পরম-
পবিত্র হইবে সাধনা।

তাই বলি পুনঃ তেয়াগি বাসনা
বিজয়ি ইন্দ্রিয়ে বিজয়ি কামনা
এক মনে কর বিভু উপাসনা
শান্তিতে পাইবে আরাম,
যেমন উলঙ্গ এসে'ছলে হয়ে
তেমন উলঙ্গ হওগো নির্ভয়ে
বিসর্জ্জি কামনা পূত দীক্ষা লয়ে
কাল সহ কর সংগ্রাম।
দেখিবে তাহাতে স্থনিত্য সকল
স্থনীতি কুস্থমে স্থধাময় ফল
স্থনীতি সম্ভোগে পাবে নববল
মর্ত্ত দুঃখে ভয় পাবে না,
যতই কঠোর হ'ক মর্ত্ত-রীতি
তাহাতে কভুও আসিবে না ভীতি
অধ্যাত্ম সংসারে সেই সারনীতি
ফিরেও মায়ায় চাবেনা।
নিশ্চয় যখন জনম মরণ
কোন নীতিবলে না হয় খণ্ডন
তখন স্মরহ অনাদি-চরণ
অনন্ত স্থখেতে রহিবে,
মায়া-বিজড়িত অন্ধ প্রাণ মন
কিছুতেই স্থির হয়না যখন
তখন কেন গো জ্বলি অনুক্ষণ
এত জ্বালা মনে সহিবে।

জয় জয় জয় বিভু বিশ্বেশ্বর
অনাদি অনন্ত সর্ব্ব শক্তিধর
পূজিতে তোমারে দাও নিরন্তর
মায়া-বিরহিত করিয়া,
জয় জয় জয় জগত-তারণ
সর্ব্ব দুঃখ তাপ বারণ কারণ
কর দীনজনে অন্তেতে ধারণ
আনন্দে উঠগো ভরিয়া।
জয় জয় জয় পুরুষ প্রধান
অনন্ত অব্যক্ত করুণা-নিদান
দীনে দয়া করি পদে দাও স্থান
মর্ত্ত চিন্তা যাই ভুলিয়া,
জয় জয় জয় জগত পালক
সর্ব্ব শক্তিধর বিশ্বের চালক
অবতার ভেদে গোপাল বালক
অভয়ে লওগো তুলিয়া।
জয় জয় জয় পতিত-পাবন
মুকুন্দ মুরারি দৈত্য নিসূদন
দেহ পদছায়া লইতে শরণ
পাশরিতে ভব-যন্ত্রণা,
কৌশলে তোমার গিরি নদী বন
অনন্ত জীবের অনন্ত জীবন
অনন্ত নিখিল হয়েছে সৃজন
তরিবারে দাওগো মন্ত্রণা।

অগতির গতি তুমি সনাতন
পতিত উদ্ধারে পতিত পাবন
সকল কার্য্যের তুমিই কারণ
তুমিই জীবের জীবন,

অনন্ত ঐশ্বর্য্যে তুমি জ্যোতির্ম্ময়
তুমি ছাড়া হেথা কারো কিছু নয়
পবিত্র পরশে দূর ভবভয়
সৃষ্টিই তোমার কিরণ।

মনে দাও বল সাধিতে করম
পারি যাহে হোথা রক্ষিতে ধরম
তুমিই অন্তিমে আশ্রয় পরম
কোলে তুলে লও সাদরে,

যে "রেণুর" কথা হৃদয় উচ্ছ্বাসে
নিশিদিন ভাবি কাতরতা বশে
দেখিতেছি তারে হোথা তব পাশে
রেখেছ পরম আদরে।

থাক বাবা "রেণু" দয়াময়-পাশে
মিলিব পরেতে তোমার সকাশে
রহিব একত্রে পরম উল্লাসে
সব শোক তাপ ঘুচিবে,

এস এস সব আত্মীয় স্বজন
লইগে যাইয়া অনাদি-শরণ
পূত মনে কর নামসংকীর্ত্তন
মনের কালিমা ঘুচিবে।